প্রথম আলো

তারিখ ... 11 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ২ ...

editorial@prothom-alo.info

এইচএসসির খারাপ ফল

নজর দিতে হবে পাঠদানের মানের প্রতি

চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৬৫.৮৪ শতাংশ হওয়া কিংবা জিপিএ-৫-এর সংখ্যা গত বছরের চেয়ে ২৩ হাজার কমে যাওয়া শিক্ষার মানের ক্রমাবনতিরই পরিচায়ক। এইচএসসির খারাপ ফলের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী বিরোধী দলের সহিংস আন্দোলনকে দায়ী করেছেন। তাঁদের বক্তব্য সঠিক হলে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফল মেলানো যায় না। এই দুটি বোর্ডে পাসের হার যথাক্রমে ৮৫ শতাংশ এবং মাদ্রাসা ৯০ শতাংশের বেশি।

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ফল বিশ্লেষণ করলে প্রায় সর্বত্র অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। এক বোর্ডের সঙ্গে অন্য বোর্ডের ফলে যেমন আকাশ-পাতাল ফারাক লক্ষ করা যায়, তেমনি এক বিষয়ে পাসের হারের সঙ্গে অন্য বিষয়ের রয়েছে বিস্তর গরমিল। কোনো কোনো বিশ্লেষক খারাপ ফল হওয়ার জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন আলাদা হওয়া কিংবা প্রশ্নপত্র ফাঁস না হওয়ার কথা বলেছেন; যা খুবই উদ্বেগজনক। প্রশ্নপত্র ফাঁস না হলে যদি পরীক্ষার ফল খারাপ হয়, সেই পরীক্ষার আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, সেটিও ভেবে দেখার বিষয়।

ইংরেজি, বাংলাসহ যেসব বিষয়ে খারাপ ফল হয়েছে, তার পেছনে মেধাবী শিক্ষকের ঘাটতিই বড় কারণ বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়টি আবশ্যিক করা হলেও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন না। এটি হলো ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার শামিল। এ ধরনের প্রবণতা ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। শিক্ষকতায় মেধাবী ও উদ্যমী ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে বেতন-ভাতা যে আরও বাড়ানো প্রয়োজন, সে কথা পুনর্ব্যক্ত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সরকারের নীতিনির্ধারকেরা নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিষয় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে যতটা উদ্‌গ্রীব, শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে ততটাই নিরুৎসাহী।

শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঠেকাতে চাই সুষ্ঠু নীতি-পরিকল্পনার পাশাপাশি পঠন-পাঠনের দিকে অধিক নজরদারি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা যাচ্ছে, অবিলম্বে যার প্রতিকার না হলে ভবিষ্যতে আমাদের আরও দুঃসংবাদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।